ক্ষুদ্র কৃষি ও কৃষক কৃষানী সহায়তা ফাউন্ডেশন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান
প্রধান কার্যালয়
ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ।
www.sksfbd.com

SKSF

সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাদের চার্টার অব ডিউটিজ ঃ

১। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উপজেলা দপ্তরের চতুর্দিকে ১০(দশ) কিঃ মিঃ দূরত্বের মধ্যে প্রাথমিকভাবে গ্রাম নির্বাচন করবেন এবং চূড়ান্ত গ্রাম নির্বাচনের জন্য উপজেলা ব্যবস্থাপকের নিকট উপস্থাপন করবেন। কোন অবস্থাতেই ১০(দশ) কিঃ মিঃ কম দূরত্ব হলেও স্বীয় উপজেলার বাইরে অন্য উপজেলার কোন গ্রাম নির্বাচন/অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

২। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ গ্রাম পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে ক্ষুদ্র কৃষকদের সংগঠিত করে প্রাথমিকভাবে কেন্দ্র গঠন/কেন্দ্রে সদস্য নির্বাচন করবেন এবং চুড়ান্ত নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা ব্যবস্থাপকের নিকট উপস্থাপন করবেন।

৩। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ-ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে যারা ফাউন্ডেশনের সদস্য/সুফলভোগী হওয়ার যোগ্য (০.০৫-২.৪৯ চাষযোগ্য জমি ও ৮০০০-১০০০০ গড় মাসিক আয় রয়েছে)-তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরিপ করবেন এবং প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষকদের (সুফল ভোগী) খুঁজে বের করে ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যে সকল ক্ষুদ্র কৃষকের জমির পরিমাণ ও আয় কম (vulnerable group) তাদের কে সুফলভোগী হিসেবে বেশী উপযুক্ত বিবেচনা করতে হবে।

৪। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ ফাউন্ডেশেনের নিয়ম-নীতি বিশেষ করে ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ও ঋণ বিনিয়োগ ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ম-কানুন কেমন হবে সে বিষয়ে সুফলভোগী ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

৫। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ একই রকমের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা/সমস্যা রয়েছে এমন সুফলভোগী ক্ষুদ্র কৃষকদের একত্রিত করে কেন্দ্র গঠন করবেন।

৬। সুফল ভোগী ক্ষুদ্র কৃষক/কৃষাণীগণ কর্তৃক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে নের্তৃত্ব (সভাপতি/সেক্রেটারী) নির্বাচনে সিনিয়র মাঠকর্মকার্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ সহযোগিতা করবেন।

৭। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড(Income Generating activities) নির্বাচনে সুফলভোগী ক্ষুদ্র কৃষকদের সহযোগিতা করবেন। যে সকল আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দ্রুত আয় বৃদ্ধি হবে এবং বেশী মুনাফা পাওয়া যাবে সে সকল কর্মকান্ড গ্রহণে সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করতে হবে। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদেরকে ঋণের উৎপাদন পরিকল্পনা (গৃহীত আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের আয়-ব্যয়ের হিসাব) প্রণয়নে সহযোগিতা করবেন।

৮। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণ কর্তৃক গৃহীত ঋণের টাকা অবশ্যই আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে/ব্যবসায়ে বিনিয়োগ নিশ্চিত করাবেন। অনুৎপাদনশীল খাতে/কর্মকান্ডে ঋণের টাকা বিনিয়োগ প্রতিরোধ করতে হবে।

৯। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অন্যান্য সরকারি/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংগে সংযোগ/সম্পর্ক/পরিচয় স্থাপন করিয়ে দেবেন যাতে সদস্য/সদস্যাগণ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণে সক্ষম হন।

১০। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে নির্ধারিত সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের বাইরে এককালীন ও মৌসুম ভিত্তিক বড় অংকের সঞ্চয় আমানত জমাদানে উদ্বুদ্ধ করবেন যাতে সদস্য/সদস্যাগণ ঋণ পরিমাণ সঞ্চয় নিজেরাই জমা করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে ঋণ নির্ভরতা কমাতে পারেন।

১১। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ ঋণ গ্রহনকারী সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগনকে যৌথ দায়বদ্ধতার আওতার (যৌথ একরার নামা) মধ্যে আনবেন যাতে যৌথ চাপ প্রয়োগ করে তাদের নিকট থেকে ঋণ/খেলাপি ঋণ আদায় করা যায়।

১২। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ সুফলভোগী ক্ষুদ্র কৃষক/কৃষানীদের নিয়ে সাপ্তাহিক/মাসিক সভা আহ্বান করবেন, তাদেরকে ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য অবহিত করবেন এবং তাদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

১৩। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণকে ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের সংগে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সদস্যদের কাছে পদের গৌরব কোনভাবেই প্রকাশ করা যাবে না। সুফলভোগীদের সংগে সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ কার্যকর যোগাযোগ (Effective communication) গড়ে তুলবেন। এ লক্ষ্যে সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণকে স্থানীয় ভাষায়/সুফলভোগীদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

১৪। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণকে স্থানীয় সরকারী প্রশাসনের সংগে যোগাযোগ/সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সৃষ্ট যে কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রশাসনের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তারা সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক/উপজেলা ব্যবস্থাপকের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন। আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণকেও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে।

১৫। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ যে এলাকায়/গ্রামে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, সে এলাকা/গ্রামে স্থানীয় প্রভাবশালী (Local influential persons) ব্যক্তিদের সংগে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করবেন যাতে সার্বিক ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা বিশেষ করে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

১৬। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ অক্ষরজ্ঞানহীন/নিরক্ষর সদস্য/সদস্যাগণকে স্বাক্ষর দানে সক্ষম করে গড়ে তুলবেন এবং প্রত্যেকে যাতে তাদের ছেলে-মেয়েদের কে বিদ্যালয়ে পাঠায় তার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

১৭। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ নির্দিষ্ট উপজেলাধীন নির্বাচিত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে কেন্দ্র গঠন করবেন। কোন অবস্থাতেই নির্বাচিত গ্রামের বাইরে ভিন্ন কোন গ্রামে/এলাকার অধিবাসীদের নিয়ে কেন্দ্র গঠন করা যাবে না। সদস্য/সদস্যার ইচ্ছানুযায়ী সদস্যভূক্ত করা যাবে না এবং তাদের এলাকা/গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা এ বিষয় নিশ্চিত হয়ে (জাতীয় পরিচয় পত্র/নাগরিকত্ব সনদ/জন্ম নিবন্ধন সনদ অনুযায়ী) কেন্দ্রভূক্ত করতে হবে।

১৮। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণের জন্য নির্ধারিত হিসাবের সংযুক্তি/রেজিষ্টারসমূহ(সংযুক্তি ঃ ১/২/৩/৫/১০ ও অন্যান্য) সঠিক ও নির্ভুলভাবে লিখে হালনাগাদ করে রাখবেন। হিসাবের সংযুক্তি/রেজিষ্টারসমূহ ব্যবহার লিখন ও সংরক্ষণে তদের সক্ষমতার অভাব থাকলে উপজেলা ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের সহযোগিতা নিয়ে এ বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন করবেন।

১৯। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ সার্বিক ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের কার্য-নির্দেশিকা ও বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত অফিস আদেশ/পরিপত্র/নির্দেশনা অনুসরণ করে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। সব সময় আর্থিক অনিয়ম/দুর্নীতি থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখবেন। আর্থিক অনিয়ম/দুর্নীতি বিষয়ে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিষয়ে শূন্য সহনশীলতা নীতি (Policy of zero tolerance) অনুসরণ করছে।

২০। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ সেই সকল সদস্যকে ঋণ প্রদান করবেন যারা ঋণের টাকা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করবেন এবং নিয়ম মাফিক ঋণের সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করবেন। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ যে কোন মূল্যে বিতরণকৃত ঋণের সাপ্তাহিক কিস্তি আদায় নিশ্চিত করবেন। পূর্বের খেলাপি ঋণ পর্যায়ক্রমে আদায় করে সহনশীল মাত্রায় কমিয়ে আনতে হবে এবং বর্তমানে বিতরণকৃত ঋণের কিস্তি শতভাগ আদায় করে বিনিয়োগকৃত ঋণ শতভাগ খেলাপিমুক্ত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে অন্য মাঠকর্মকর্তা/উপজেলা ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সমন্বয়ে যৌথ কমিটি গঠন করে খেলাপি ঋণ আদায় করতে হবে।

২১। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ ঋণ বিতরণের জন্য ব্যবহৃত সদস্যগণ কর্তৃক দাখিলকৃত ঋণের আবেদন পত্রের (সংযুক্তি-১ও ২) গায়ে ঋণ গ্রহণেচ্ছু সদস্য এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানি এবং তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তিনি ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত মর্মে প্রত্যয়ন করবেন। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ কর্তৃক ঋণের আবেদন পত্রের সংগে সংযুক্ত (সংযুক্তি-১) জরিপ ফরমটি সঠিক ও নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে (জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ/নাগরিকত্ব সনদপত্রের ভিত্তিতে) পূরণ করতে হবে।

২২। একজন মাঠকর্মকর্তা ১২-১৫ টি কেন্দ্র গঠন করবেন এবং এইসব কেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। কেন্দ্র প্রতি সদস্য সংখ্যা হবে ২০-৩০ জন এবং মাঠ কর্মকর্তা প্রতি সদস্য সংখ্যা হবে ৩৬০-৪৫০ জন। তবে ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিন্নতার কারণে কেন্দ্র ও সদস্য সংখ্যা কমবেশি হতে পারে।

২৩। একজন সিনিয়র মাঠ কর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তা প্রতিদিন ৭০-৯০ জন করে সাপ্তাহে/মাসে ৩৬০-৪৫০ জন সদস্যের সার্বিক দায়িত্ব (ঋণ বিতরণ ও আদায়) পালন করবেন।

২৪। একজন সিনিয়র মাঠ কর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তা নতুন এলাকায় যোগদানের ৩/4 মাসের মধ্যে লক্ষ্যিত কেন্দ্র গঠন সম্পন্ন করবেন।

২৫। সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক/উপজেলা ব্যবস্থাপক কর্তৃক গঠিত কেন্দ্র চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন প্রাপ্তির পরই সংশ্লিষ্ট সিনিয়র মাঠ কর্মকর্তা/মাঠ কর্মকর্তা উক্ত কেন্দ্র থেকে সাপ্তাহিক সঞ্চয় আদায়ের উদ্যোগ নিবেন।

২৬। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ নতুন সদস্য ভর্তি করার পরের সপ্তাহেই তদেরকে ঋণের অওতায় নিয়ে আসবেন।

২৭। একজন সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তা সপ্তাহের শুক্রবার ব্যতিত সপ্তাহের ৫/৬ দিন প্রতিদিন, ৩-৪ টি কেন্দ্র দেখবেন এবং নির্ধারিত হারে/নিয়মে সাপ্তাহিক সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায় করবেন।

২৮। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ কেন্দ্রের সাইন বোর্ড তৈরি করবেন এবং নির্ধারিত জায়গায় টানানোর ব্যাপারে ভূমিকা পালন করবেন।

২৯। সংগঠিত কেন্দ্রে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ অগ্রিম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক/উপজেলা ব্যবস্থাপকের নিকট দাখিল করবেন।

৩০। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলি যেমন ঃ সদস্যের বয়স, পেশা, সঞ্চয় ও ঋণের টাকা বিনিয়োগের স্কিম ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ঋণ বিতরণ করবেন। ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট থাকবেন। এ ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম/দুর্নীতি হলে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ সরাসরি দায়ী থাকবেন।

৩১। কোন সদস্য ঋণের কিস্তি না দিলে কিস্তি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠ কর্মকর্তা ঋণীর বাড়ীতে অবস্থান করবেন। প্রয়োজনে শালিস বিচারের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের উদ্যোগ নিবেন। এই খেলাপি ঋণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক/উপজেলা ব্যবস্থাপককে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় এর দায় দায়িত্ব মাঠ কর্মকর্তাকেই বহণ করতে হবে। ঋণ খেলাপি বা কিস্তি খেলাপি (Drop) বিষয়ে মাঠ কর্মকর্তা কোন গোপনীয়তা অবলম্বন করবেন না।

৩২। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ ঋণ ও সঞ্চয়ের প্রতিবেদন, হিসাবের রেজিষ্টারসমূহসহ সকল ধরনের হিসাব সংরক্ষণ কার্যাদি প্রতিদিন সম্পাদন/হাল নাগাদ করবেন।

৩৩। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক স্বার্থে সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক/উপজেলা ব্যবস্থাপকের নির্দেশ ও সহযোগিতাক্রমে তারা দায়িত্ব পালন করবেন।

৩৪। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মোতাবেক কর্মস্থল/কর্ম-এলাকায় অবস্থান করবে। নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা বিশেষ করে সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক/উপজেলা ব্যবস্থাপকের অনুমতি ব্যতিত কর্মস্থল ত্যাগ করবেন না।

৩৫। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণকে প্রতিষ্ঠানের জন্য বছরে ০২ বার অর্থাৎ ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদের জন্য সঞ্চয় ও ঋণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৩৬। উপজেলা কার্যালয়ে সংরক্ষিত দৈনিক হাজিরা রেজিষ্টার ও মুভমেন্ট রেজিষ্টারে সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ নিয়মিত স্বাক্ষর করবেন।

৩৭। প্রতিদিন বিকালে অফিস ত্যাগ করার পূর্বে সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ পরের দিনের আদায়যোগ্য ঋণ ও সঞ্চয়ের তথ্য (রেজিষ্টার অনুযায়ী) নির্ধারিত ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে রাখবেন।

৩৮। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত ঋণ ও সদস্য কর্তৃক সঞ্চয় জমাকরণের সুবিধাগুলো সদস্যদের বোঝাবেন এবং তদানুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন।

৩৯। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মানুযায়ী সঞ্চয় জমা, উত্তোলন, সমন্বয় ও ফেরত ইত্যাদি যাবতীয় নীতিমালা বিষয়ে কেন্দ্র পর্যায়ে সদস্যদের অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন করবেন।

৪০। কেন্দ্র থেকে আদায়কৃত সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি বাবদ আদায়কৃত টাকা তাৎক্ষণিকভাবে মাঠকর্মকর্তা কাম-ক্যাশিয়ারের নিকট জমাদানের ব্যবস্থা করা। সিনিয়র মাঠ কর্মকর্তা/মাঠ কর্মকর্তা কাম-ক্যাশিয়ারের দিনের ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য খরচ শেষে উদ্বৃত্ত টাকা ঐ দিনেই ব্যাংকে জমার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪১। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ বদলী, পদত্যাগ ও অব্যাহতির সময় দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত ছাড়পত্র ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করবেন।

৪২। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিরোধী অপপ্রচার, কুৎসা বা উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকবেন। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪৩। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন ব্যতিত অন্য কোন পেশা/কাজে (যেমন ঃ টিউশনী, ব্যবসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়ন ইত্যাদি) নিয়োগ হতে পারবেন না।

৪৪। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ ঋণের আবেদন ফরম, দৈনিক আদায়যোগ্য ও আদায়কৃত তথ্য শীট পূরণ করবেন।

৪৫। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ স্বেচ্ছায় সঞ্চয় আমানত বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মটিভেশনাল উদ্যোগ এবং তৎপরতা চালাবেন।

৪৬। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ ছুটি ভোগের ক্ষেত্রে ছুটির বিধান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে প্রাপ্য ছুটি ভোগ করবেন।

৪৭। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তাগণ ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে ঋণ বিতরণ করতে পারবেন।

৪৮। সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা/মাঠকর্মকর্তার ব্যক্তিগত নথি ও সার্ভিস বই সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক/উপজেলা ব্যবস্থাপকের নিকট থেকে হালনাগাদ করিয়ে নিবেন।

৪৯। এতদ্ব্যতীত কর্তৃপক্ষ যখন যেমন দায়িত্ব প্রদান করেন সিনিয়র মাঠ কর্মকর্তা/মাঠ কর্মকর্তাদের তা অনুসরণ ও প্রতিপালন করতে হবে।